রুডলফ স্টেইনার

# অপরিহার্য
# স্বাধীনতার দর্শন

সম্পাদিত এবং সদ্য অনূদিত
ফ্রেডরিক আমরিন দ্বারা

চতুর্থ সম্প্রসারিত সংস্করণ

©২০২২ ফ্রেডরিক আমরিন

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

এই প্রকাশনার কোনো অংশ কোনো আকারে বা কোনো উপায়ে পুনরুত্পাদন বা প্রেরণ করা যাবে না,
ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা যেকোনো তথ্য সঞ্চয় এবং পুনরুদ্ধার সহ
প্রকাশকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি ছাড়া করা যাবে না।

# ভূমিকা

আমি দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করেছি যে স্টিনারের স্বাধীনতার দর্শন (১৮৯৪) দ্বিগুণ প্রকৃতির প্রদর্শন করে। কিছু অংশ তাদের লেখার সময় অতিক্রম করে, এবং আজকে আগের মতোই তাজা এবং বৈধ। স্বাধীনতার দর্শনের এই অংশগুলি অমর।

তবুও অন্যান্য অংশ নয়। সেখানে স্টেইনার বিশ্বদর্শন এবং দার্শনিকদের (উল্লেখ্যভাবে এডুয়ার্ড ফন হার্টম্যান) নিয়ে আলোচনা করেন যা আজ আর প্রাসঙ্গিক নয়। এবং এই বিভাগগুলি আসলে যুক্তিকে মিশ্রিত করে; যদিও এটি বলা সম্ভবত ধর্মবিরোধী, তারা পুরো বইটিকে হ্রাস করে।

তদুপরি, ভলিউমের আকর্ষণের একটি বড় অংশ এর ফর্মুলেশনের কমনীয়তার মধ্যে রয়েছে। বারবার স্টেইনার ল্যাপিডারি ম্যাক্সিমসে তার যুক্তি ফ্রেম করতে সক্ষম। এগুলো তুলে ধরতে হবে এবং সামনে আনতে হবে।

এইভাবে আমি একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণের ধারণার উপর আঘাত করি, যা বিক্ষিপ্ততা দূর করবে এবং রত্নগুলিকে আলাদা করে তুলবে। এই সম্প্রসারিত তৃতীয় সংস্করণে, আমি অলিন ডি. ওয়ান্নামেকার-এর ১৯৬৩ সালের ভাষ্য থেকে বিভাগগুলি যোগ করেছি।

ফ্রেডরিক আমরিন

# স্বাধীনতার দর্শন

## একটি আধুনিক বিশ্বদর্শনের রূপরেখা

মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী

## ১৯১৮ সালের নতুন সংস্করণের ভূমিকা

... আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মানব প্রকৃতির একটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা সমস্ত অবশিষ্ট জ্ঞানের জন্য সমর্থন প্রদান করতে পারে। তাছাড়া, আমি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলাম যে এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে, ইচ্ছার স্বাধীনতার ধারণার জন্য পূর্ণ ন্যায্যতা পাওয়া যায়, যদি শুধুমাত্র আত্মার রাজ্য পাওয়া যায় যার মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে।

... আমি এমন সমাপ্ত, বন্ধ উত্তর দিই না। বরং, আমি মানসিক অভিজ্ঞতার একটি ক্ষেত্র নির্দেশ করি যেখানে, আত্মার অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে, প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের মানুষের এটি প্রয়োজন এমন প্রশ্নের উত্তর নতুনভাবে, জীবন্তভাবে দেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলি যে মনস্তাত্ত্বিক রাজ্যে খুঁজে পেয়েছে, তাকে সত্যিকার অর্থে দেখার জন্য, জীবনের এই দুটি রহস্য পূরণের জন্য কী প্রয়োজন। যা অর্জিত হয়েছে তা দিয়ে, সে প্রয়োজন এবং নিয়তি উপলক্ষ হিসাবে তাদের প্রশস্ততা এবং গভীরতায় জীবনের পথে ঘুরে বেড়াতে পারে।

... এটি হল: প্রদর্শন করার জন্য যে দুটি প্রশ্ন আমি চিহ্নিত করেছি, যেগুলি সমস্ত জ্ঞানের জন্য মৌলিক, তার প্রতি কতটা সীমাবদ্ধ বিবেচনা এই দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নিয়ে যায় যে, আমরা মানুষ হিসাবে সত্যিকারের একটি আধ্যাত্মিক জগতে বাস করি।

## প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

... আমরা আর শুধু বিশ্বাস করতে চাই না; আমরা জানতে চাই. বিশ্বাস অস্বচ্ছ থাকা সত্যের স্বীকারোক্তি দাবি করে। যাইহোক, আমরা যা দেখতে পাই না তা আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধিতা করে, যা অন্তরের মধ্যে সবকিছু অনুভব করতে চায়। শুধুমাত্র জ্ঞানই আমাদের সন্তুষ্ট করে।

– জ্ঞান যা কোন বাহ্যিক আদর্শের অধীন নয়, বরং ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরীণ জীবন থেকে উদ্ভূত হয়।

আমরা এমন জ্ঞানও চাই না যা একবার এবং সব সময়ের জন্য হিমায়িত, একাডেমিক নিয়মে, এবং সর্বকালের জন্য বৈধ কম্পেন্ডিয়ায় সংরক্ষণ করা। বরং, প্রত্যেকেরই তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা থেকে এগিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে সমগ্র মহাবিশ্বের জ্ঞানে আরোহণ করা ন্যায়সঙ্গত। আমরা কঠোর জ্ঞানের জন্য চেষ্টা করি, কিন্তু প্রত্যেকেই তার নিজস্ব উপায়ে।

... আমি জানি যে আমার সমসাময়িকদের অনেকেই সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করতে চাইছেন। তাদের জন্য এই বইটি উৎসর্গ করছি। এটি সত্যের "একমাত্র সম্ভাব্য পথ" নয়, তবে এটি এমন একটি পথ বর্ণনা করে যে সত্যের জন্য সংগ্রাম করেছে।

... এই পাঠ্যের লক্ষ্য হল দার্শনিক: জ্ঞান নিজেই জৈবভাবে জীবিত হওয়া উচিত। স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা হল জ্ঞানের বিস্তৃত রূপের দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ যা আমরা অর্জন করার চেষ্টা করি।

... রচনায়, সম্প্রীতির আইন জীবন পরিবেশন করে, বাস্তবতা পরিবেশন করে। ঠিক একই অর্থে, দর্শন একটি শিল্প। সমস্ত প্রকৃত দার্শনিকই ধারণার শিল্পী ছিলেন। তাদের জন্য, মানুষের ধারনা বিষয় হয়ে ওঠে, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হয়ে ওঠে শৈল্পিক কৌশল। বিমূর্ত চিন্তা কংক্রিট এবং ব্যক্তিগত জীবন লাভ করে। ধারণাগুলি জীবনের শক্তি হয়ে ওঠে। ফলাফল জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান হয় না; বরং, আমরা জ্ঞানকে একটি বাস্তব, স্ব-শাসিত জীবে পরিণত করেছি। আমাদের বাস্তব, সক্রিয় চেতনা সত্যের নিছক নিষ্ক্রিয় অভ্যর্থনাকে অতিক্রম করেছে।

... আমাদের সক্রিয় অভিজ্ঞ হিসাবে ধারণার মুখোমুখি হতে হবে; অন্যথায়, আমরা এটিকে জোতা হিসাবে পরিধান করি।

# *I*

## সচেতন মানব ক্রিয়া

মানুষ কি তাদের চিন্তা ও কর্মে স্বাধীন, নাকি তারা একটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক, লোহার প্রয়োজনীয়তার বাধ্যতার নিচে দাঁড়িয়ে আছে?

... এই স্বাধীনতাটি সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছামত এক বা অন্য ক্রিয়া বেছে নেওয়ার মধ্যে থাকতে পারে না এমন কিছু যা প্রত্যেকে জানে বলে মনে হয় যারা দার্শনিক শৈশবকাল অতিক্রম করেছে। আমরা বজায় রাখি যে অনেকগুলি সম্ভাব্যগুলির মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য সর্বদা একটি সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত স্থল থাকে।

... স্পিনোজা, এবং তার মতো যারা চিন্তা করেন, তারা উপেক্ষা করেন যে আমরা মানুষের কেবল আমাদের ক্রিয়াকলাপের চেতনায় নেই, কিন্তু সেই কারণগুলিও যা আমাদের পথ দেখায়।... এবং আমি কেন কিছু করি বা না করি তা আমি জানি কিনা তা সত্যিই একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। এটি প্রাথমিকভাবে একটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট সত্য বলে মনে হবে এবং তবুও স্বাধীনতার বিরোধীরা কখনই জিজ্ঞাসা করে না যে কর্মের একটি স্প্রিং যা আমি চিনতে পারি এবং অনুপ্রবেশ করি তা আমার জন্য বাধ্যতামূলক একইভাবে জৈব প্রক্রিয়া যা দুধের জন্য শিশুর কান্নাকে উপলক্ষ করে।

... কিন্তু যদি কেউ বিবেচনা করে যে বিভিন্ন ব্যক্তিরা কেবল তখনই কর্মের বসন্তে একটি প্রতিনিধিত্ব করে যখন তাদের চরিত্রটি এমন হয় যে সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিত্বটি একটি আকাঙ্ক্ষার উপলক্ষ্য হয়, তাহলে আমরা মানুষ বাইরে থেকে নয় বরং ভিতর থেকে নির্ধারিত বলে মনে হয়। ... এখানেও সেই পার্থক্যটিকে মোটেই বিবেচনা করা হয় না যে স্প্রিংসগুলির মধ্যে বিদ্যমান যা আমি আমার চেতনা দিয়ে প্রবেশ করার পরেই আমার উপর কাজ করার অনুমতি দেয় এবং যেগুলি সম্পর্কে আমি স্পষ্ট জ্ঞান না রেখে অনুসরণ করি।

... আমাদের ইচ্ছার স্বাধীনতার প্রশ্নটি কি একতরফাভাবে উত্থাপন করা উচিত? এবং যদি না হয়: অন্য কোন প্রশ্নের সাথে এটি অপরিহার্যভাবে আবদ্ধ হতে হবে?

... জ্ঞান বা আমাদের কর্ম আছে এর মানে কি? এই প্রশ্নটি খুব কম বিবেচনা করা হয়েছে,কারণ দুর্ভাগ্যবশত আমরা দুই ভাগে ছিঁড়ে ফেলেছি যা আসলে একটি অবিচ্ছেদ্য সমগ্র:মানুষ।আমরা অভিনয় এবং জ্ঞাত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করেছি,

কিন্তু সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির দিকে কোন মনোযোগ দেইনি: যে ব্যক্তি অন্তর্দৃষ্টি থেকে কাজ করে।

এটা বলা হয় যে আমরা স্বাধীন যখন আমরা আমাদের যুক্তির নিয়মের নীচে দাঁড়াই, এবং পশুবাদী আকাঙ্ক্ষার নীচে নয়।

... কিন্তু এই ধরনের দাবি আমাদের কোথাও নেয় না।

... কিভাবে এটা আমার জন্য একটি অর্থ থাকা উচিত, আমি কিছু করতে পারি কি না, যখন আমি তা করতে বাধ্য হই? আমি কিছু করতে পারি কি না তা প্রাথমিকভাবে বিষয় নয়, যখন আমি এটি করতে বাধ্য হই। যখন উদ্দেশ্য আমার উপর কাজ করেছে তখন আমি কিছু করতে পারি কি না তা প্রাথমিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং প্রয়োজনীয় বাধ্যবাধকতার সাথে কাজ করার মতো উদ্দেশ্য আছে কিনা।

... আমি আইনে একটি চূড়ান্ত সংকল্প আনতে পারি কি না সেটা বিষয় নয়, বরং আমার মধ্যে কীভাবে সংকল্প উদিত হয় তা বিষয়।

যা মানুষকে অন্য সব জৈব প্রাণী থেকে আলাদা করে তা হল আমাদের যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা।

... প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মানবিক কাজ বিদ্যমান রয়েছে যেখানে আমাদের এবং কর্মের মধ্যে যে উদ্দেশ্যটি সচেতন হয়ে উঠেছে।

... যে কাজটি মুক্ত হতে পারে না যখন কর্তা জানেন না কেন তিনি এটি করেন তা সম্পূর্ণরূপে সুস্পষ্ট। কিন্তু কিভাবে এটি একটি কর্ম সঙ্গে দাঁড়ানো যখন ভিত্তি জানা যায়? এটি আমাদের প্রশ্নের দিকে নিয়ে যায়: চিন্তার উত্স এবং অর্থ কী? ... এবং এইভাবে চিন্তাও মানুষের কর্মকে তার বৈশিষ্ট্যযুক্ত স্ট্যাম্প দেয়।

... তবুও যত তাড়াতাড়ি আমাদের কর্মগুলি সন্তুষ্ট প্রাণীবাদী আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, আমাদের কর্মের স্প্রিংস সর্বদা চিন্তায় পরিপূর্ণ। ... করুণা জাগানো একজন ব্যক্তির আমার চেতনায় প্রতিনিধিত্ব উদিত হলে আমার হৃদয়ে করুণা জাগে। হৃদয়ের পথ মাথার মধ্য দিয়ে যায়। ... আমরা কি করেছি কিন্তু নিজেদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্ব গঠন করেছি যার মধ্যে একশত অন্যদের নেই? তারা প্রেম করে না, কারণ তাদের প্রতিনিধিত্বের অভাব রয়েছে।

# *II*

## জ্ঞানের জন্য মৌলিক ড্রাইভ

... প্রকৃতির প্রতি এক নজর আমাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। আমরা মুখোমুখি যে প্রতিটি চেহারা সঙ্গে, আমরা একটি টাস্ক গ্রহণ করি। প্রতিটি অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য একটি ধাঁধা হয়ে ওঠে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের আগে প্রকৃতি যা ছড়িয়ে দেয় তাতে আমরা কোথাও সন্তুষ্ট নই। সর্বত্র আমরা যাকে আমাদের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করি তা খুঁজি।

যা আমাদের কাছে অবিলম্বে দেওয়া হয় তার চেয়ে আমরা জিনিসের মধ্যে যা খুঁজি তার অতিরিক্ত, আমাদের সমগ্র সত্তাকে দুই ভাগে বিভক্ত করে; আমরা বিশ্বের প্রতি আমাদের বিরোধিতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। আমরা বিশ্বের বিরোধী একটি স্বাধীন সত্তা হিসাবে নিজেদের সেট আপ করি। মহাবিশ্ব আমাদের কাছে দুটি বিপরীতে প্রদর্শিত হয়: স্ব এবং বিশ্ব।

আমরা আমাদের এবং বিশ্বের মধ্যে এই বিভাজনটি স্থাপন করি যে মুহূর্তে আমাদের মধ্যে চেতনা আলোকিত হয়। কিন্তু আমরা কখনই এই অনুভূতি হারাই না যে আমরা জগতের অন্তর্গত, এমন একটি বন্ধন রয়েছে যা আমাদেরকে এটির সাথে আবদ্ধ করে, যে আমরা বিহীন সত্তা নই, বরং মহাবিশ্বের মধ্যে।

... চিন্তাবিদ ঘটনার সূত্র খোঁজেন, তিনি পর্যবেক্ষণ হিসাবে যা অনুভব করেন তা চিন্তার সাথে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। আমরা যখন বিশ্বের বিষয়বস্তুকে আমাদের চিন্তার বিষয়বস্তুতে পরিণত করি তখনই আমরা সেই প্রসঙ্গটি আবার খুঁজে পাই যেখান থেকে আমরা নিজেকে মুক্ত করেছি। ... আমি এখানে যে সম্পূর্ণ সম্পর্কটি চিত্রিত করেছি তা আমাদের কাছে একটি বিশ্ব-ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে দেখা যাচ্ছে: অদ্বৈতবাদের একীভূত বিশ্বদর্শন এবং দ্বৈতবাদের দ্বি-বিশ্ব তত্ত্বের বিপরীতে। দ্বৈতবাদ শুধুমাত্র আত্ম এবং বিশ্বের মধ্যে বিভাজন দেখে যা মানুষের চেতনা দ্বারা সম্পূর্ণ হয়েছে.... এটির অনুভূতি রয়েছে যে দুটি জগতের মধ্যে একটি সেতু থাকতে হবে, কিন্তু এটি এটি খুঁজে পেতে সক্ষম নয়.... সমস্ত ধাঁধা যেগুলি আত্মা এবং পদার্থকে নির্দেশ করে সেগুলি অবশ্যই আমাদের নিজস্ব প্রকৃতির মৌলিক ধাঁধার মধ্যে মানুষের দ্বারা খুঁজে পাওয়া উচিত। অদ্বৈতবাদ শুধুমাত্র একতাকে দেখে, এবং উত্থাপিত বিরোধীতাগুলিকে অস্বীকার বা অস্পষ্ট করতে চায়। এই মতামতগুলির কোনটিই সন্তুষ্ট করতে পারে না, কারণ তারা সত্যের সাথে ন্যায়বিচার করে না।

... বস্তুবাদ কখনোই জগতের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারে না। একটি ব্যাখ্যা এ প্রতিটি প্রচেষ্টার জন্য বিশ্বের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের গঠন চিন্তার সঙ্গে শুরু করা আবশ্যক। এইভাবে বস্তুবাদ বস্তু বা বস্তুগত প্রক্রিয়ার চিন্তা দিয়ে শুরু করে। এটি করতে গিয়ে, এটি ইতিমধ্যেই দুটি ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়: বস্তুগত জগত এবং এটি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা। ... বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমস্যার সমাধান করতে পারে না; এটা শুধুমাত্র এটি স্থানচ্যুত করতে পারেন।

...বস্তুবাদীর পক্ষে আত্মাকে অস্বীকার করা যেমন অসম্ভব, তেমনি আধ্যাত্মবাদীও বাহ্যিক, বস্তুজগতকে অস্বীকার করতে পারে না।

... [আধ্যাত্মবাদ] একটি আধ্যাত্মিক জগতের মাধ্যমে ধারণার জগত খোঁজে সফল হয় না; তিনি ভাবনার জগতে আধ্যাত্মিক জগতকে দেখেন। এর ফলে তিনি অহংকার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই তার বিশ্বদর্শনকে থামাতে চালিত হন, যেন জাদুগ্রস্ত।

... এই সমস্ত অবস্থানের বিপরীতে এটি অবশ্যই বজায় রাখা উচিত যে মৌলিক, আদিম বিরোধীতা আমাদের চেতনায় প্রথমে আমাদের মুখোমুখি হয়। আমরা নিজেরাই যারা নিজেদেরকে প্রকৃতির বক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করি এবং নিজেদেরকে "জগতের" বিরুদ্ধে একটি "স্ব" হিসাবে সেট করি।

... আমরা নিশ্চিত হতে, প্রকৃতি থেকে নিজেদেরকে ছিঁড়ে ফেলেছি; তবুও আমরা নিশ্চয়ই আমাদের সাথে কিছু আমাদের নিজেদের মধ্যে নিয়েছি। আমাদের নিজেদের মধ্যে প্রকৃতির এই অংশটি খুঁজে বের করতে হবে; তাহলে আমরা আবার আসল সংযোগ খুঁজে পাব... আমরা নিজের মধ্যেই প্রকৃতিকে চিনতে পারলেই নিজের বাইরে খুঁজে পাব। আমাদের নিজের অন্তর্নিহিততায় প্রকৃতির সাথে যা সাদৃশ্যপূর্ণ তা আমাদের পথপ্রদর্শক হবে।

... আমাদের প্রকৃতি অনুসন্ধান আমাদের ধাঁধার সমাধান আনতে হবে. আমাদের অবশ্যই এমন একটি জায়গায় পৌঁছাতে হবে যেখানে আমরা নিজেদেরকে বলতে পারি: এখানে আমরা নিছক "স্ব" নই; এখানে এমন কিছু রয়েছে যা একটি "স্ব" এর চেয়ে বেশি।

## *III*

## থিংকিং ইন দ্য সার্ভিস অফ আওয়ার গ্র্যাপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড

যখন আমি লক্ষ্য করি যে কীভাবে আঘাত করা একটি বিলিয়ার্ড বল তার গতি অন্যটিতে স্থানান্তরিত করে, আমি এই পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াটির উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভাব ছাড়াই থাকি। ... কিন্তু পরিস্থিতি অন্যথায় যখন আমি আমার পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবতে শুরু করি। ... এইভাবে আমি আমার সহায়তা ছাড়াই এক সেকেন্ডের প্রক্রিয়ায় যোগ করতে চাই, যা ধারণাগত ক্ষেত্রে উদ্ভাসিত হয়। ... প্রক্রিয়াটি অবশ্যই আমার কাছ থেকে স্বাধীনভাবে সঞ্চালিত হয়, তবে এটাও নিশ্চিত যে ধারণাগত প্রক্রিয়াটি আমার সহায়তা ছাড়া চলতে পারে না।

...আসুন আমরা অস্থায়ীভাবে নিছক সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করি যে আমরা নিজেদেরকে ক্রমাগত ধারণা এবং ধারণাগত বন্ধন খুঁজতে বাধ্য বোধ করি যা আমাদের সহায়তা ছাড়া প্রদত্ত বস্তু এবং ঘটনাগুলির সাথে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্কের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে। সুতরাং এখন প্রশ্ন হল: একটি ইভেন্টের ধারণাগত প্রতিরূপ খুঁজে বের করে আমরা কী লাভ করব?

... একটি নিছক পর্যবেক্ষিত ঘটনা বা বস্তু অন্য ঘটনা বা বস্তুর সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে নিজে থেকে কিছুই দেয় না। এই সংযোগটি তখনই দৃশ্যমান হয় যখন পর্যবেক্ষণ চিন্তার সাথে একত্রিত হয়।

পর্যবেক্ষণ এবং চিন্তা হল সমস্ত মানুষের আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার জন্য দুটি সূচনা বিন্দু, যতটা আমরা সচেতন এটা নিয়ে।

... চিন্তা একটি গৌণ ভূমিকা পালন করতে পারে ঘটনার উদ্ভব, তবে তাদের সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার ক্ষেত্রে, এটি অবশ্যই একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে।

... আমরা শুধু ঘোড়ার দিকে তাকিয়েই তার ধারণা লাভ করতে পারি না; একইভাবে, আমরা কেবলমাত্র এটি সম্পর্কে চিন্তা করে একটি সংশ্লিষ্ট বস্তুকে ডাকতে অক্ষম।

সাময়িকভাবে, পর্যবেক্ষণ এমনকি চিন্তারও আগে। চিন্তার জন্যও আগে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখতে হবে।

... সংবেদন, উপলব্ধি, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি, ইচ্ছার কাজ, কাল্পনিক এবং স্বপ্নের গঠন, উপস্থাপনা, ধারণা এবং ধারণা, সমস্ত বিভ্রম এবং হ্যালুসিনেশনের বিষয়বস্তু আমাদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

... যাইহোক, পর্যবেক্ষণের বস্তু হিসাবে চিন্তা করা মূলত অন্যান্য সমস্ত জিনিস থেকে আলাদা। ... আমি টেবিলটি পর্যবেক্ষণ করি, টেবিল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা চালাই, কিন্তু আমি একই মুহূর্তে আমার চিন্তাভাবনা পর্যবেক্ষণ করি না। আমাকে প্রথমে আমার নিজস্ব কার্যকলাপের বাইরে একটি অবস্থান গ্রহণ করতে হবে যদি, টেবিলের পাশাপাশি, আমি টেবিল সম্পর্কে আমার চিন্তাভাবনাও পর্যবেক্ষণ করতে চাই.... চিন্তার পর্যবেক্ষণ এক ধরনের ব্যতিক্রমী অবস্থা।

... যদি আমি একটি পর্যবেক্ষিত বস্তু সম্পর্কে বলি: এটি একটি গোলাপ, তাহলে আমি নিজের সম্পর্কে সামান্যতম কথা বলি না। যাইহোক, যদি আমি একই জিনিসটি বলি: এটি আমাকে আনন্দের অনুভূতি দিয়েছে, তাহলে আমি কেবল গোলাপটিকেই নয়, গোলাপের সাথে নিজেকেও চিহ্নিত করেছি।

সুতরাং অনুভূতির সাথে চিন্তার সমতা নিয়ে কোনো আলোচনা হতে পারে না। এটি চিন্তা করার অদ্ভুত প্রকৃতির অন্তর্গত যে এটি একটি ক্রিয়াকলাপ যা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করা বস্তুকে লক্ষ্য করে, চিন্তাশীল ব্যক্তিত্বের দিকে নয়.... আমি যখন একটি বস্তু দেখি এবং এটিকে একটি টেবিল হিসাবে চিনতে পারি, তখন আমি সাধারণত বলব না: আমি একটি টেবিল সম্পর্কে চিন্তা করছি, বরং: এটি একটি টেবিল.... অভিব্যক্তি সহ: আমি একটি টেবিল সম্পর্কে চিন্তা করছি, আমি ইতিমধ্যেই পূর্বোক্ত ব্যতিক্রমী অবস্থায় প্রবেশ করেছি, যেখানে কিছুকে পর্যবেক্ষণের বস্তু করা হয়েছে (যা সর্বদা আমাদের আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে থাকে), তবে একটি পর্যবেক্ষণ বস্তু হিসাবে নয়।

এটি চিন্তার বিশেষত্বের অন্তর্গত যে চিন্তাবিদরা এটির বিচার করার সময় চিন্তাভাবনা ভুলে যান। এটা চিন্তা নয় যে তাদের ব্যস্ত করে, বরং চিন্তার বস্তু যা তারা পর্যবেক্ষণ করে।

সুতরাং, চিন্তার বিষয়ে আমরা প্রথম যে পর্যবেক্ষণটি করি তা হল যে এটি আমাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক জীবনের অপ্রত্যক্ষিত উপাদান।

আমরা কেন জীবনের স্বাভাবিক গতিধারায় চিন্তাভাবনা পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হই তা একমাত্র কারণ আমাদের নিজস্ব কার্যকলাপের উপর নির্ভর করে।

আমি নিজে যা সামনে আনতে পারি না তা উদ্দেশ্যমূলক কিছু হিসাবে আমার পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। আমি এটার বিরোধিতা করি যেটা আমাকে ছাড়াই উদ্ভূত হয়েছে.... যখন আমি চিন্তা করছি, তখন আমি আমার চিন্তার দিকে তাকাই না, যা আমি নিজেই সামনে নিয়ে আসি, বরং চিন্তার বস্তুর দিকে তাকাই, যাকে আমি ডাকি না।

... আমি কখনই আমার বর্তমান চিন্তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারি না; বরং আমি কেবল আমার চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতাগুলি করেছি তা চিন্তার বস্তুতে পরিণত করতে পারি।

... দুটি জিনিস বেমানান: সক্রিয় উত্পাদন এবং মননশীল বিরোধিতা।

... যে কারণে এটি সমসাময়িকভাবে উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে চিন্তাভাবনাকে পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব তা আমাদের বিশ্বের অন্য যে কোনও প্রক্রিয়ার তুলনায় এটিকে আরও সরাসরি এবং ঘনিষ্ঠভাবে জানতে দেয়। ... আমার কাছে যে ধারণাগুলি রয়েছে তার মধ্যে সংযোগটি আমার কাছে স্পষ্ট, এবং এটি ধারণাগুলির মাধ্যমেই স্পষ্ট।

... আমার পর্যবেক্ষণের ফলাফল হল যে কিছুই আমার চিন্তার মধ্যে সংযোগ নির্দেশ করে না কিন্তু আমার চিন্তার বিষয়বস্তু। আমি আমার মস্তিষ্কে বস্তুগত প্রক্রিয়া দ্বারা পরিচালিত নই। আমাদের চেয়ে কম বস্তুবাদী বয়সের জন্য এই পর্যবেক্ষণ অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় হবে...... আজ অনেক লোকের পক্ষে চিন্তার ধারণাটিকে এর বিশুদ্ধতায় উপলব্ধি করা কঠিন। ... যে ব্যক্তি বস্তুবাদকে অতিক্রম করতে পারে না তার উপরে উল্লিখিত ব্যতিক্রমী অবস্থাকে ডেকে আনার ক্ষমতার অভাব রয়েছে যা অন্য সমস্ত আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপে যা অচেতন থেকে যায় তা সচেতন করে তোলে।

... এই ধরনের লোকেরা চিন্তাভাবনা ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়, কারণ তারা সহজভাবে এটি দেখতে পায় না।

আমাদের মধ্যে যাদের চিন্তাভাবনা পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা রয়েছে - এবং ভাল ইচ্ছার সাথে, প্রতিটি সাধারণভাবে সংগঠিত মানুষের এটি রয়েছে - এই পর্যবেক্ষণটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা তারা করতে পারে। কারণ তারা এমন কিছু পালন করে যার প্রবর্তক তারা নিজেই; তারা নিজেদের বিরোধিতা দেখেন প্রাথমিকভাবে কোনো বিদেশী বস্তুর দ্বারা নয়, বরং তাদের নিজস্ব কার্যকলাপের দ্বারা। তারা জানে কিভাবে তারা কি পর্যবেক্ষণ করে। তারা সম্পর্ক এবং সংযোগ মাধ্যমে দেখে।

... যাইহোক, যখন আমি আমার চিন্তাভাবনা নিয়ে চিন্তা করি, তখন এমন কোন অবজ্ঞার উপাদান উপস্থিত থাকে না। পিছনে ঘোরাঘুরির জন্য এগুলো চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়। পর্যবেক্ষিত বস্তু গুণগতভাবে এটির দিকে পরিচালিত কার্যকলাপের মতোই। এবং এটি চিন্তার আরেকটি বৈশিষ্ট্যগত অদ্ভুততা।

... যখন আমরা নিজের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমরা চিন্তার সাথে বিজাতীয় কিছু যোগ করি না এবং এইভাবে আমাদেরও এই জাতীয় সংযোজন ন্যায্যতা দিতে হবে না।

প্রকৃতির ক্ষেত্রে যা অসম্ভব - স্বীকৃতির আগে সৃষ্টি - তা চিন্তায় আনা হয়। আমরা যদি চিন্তার সাথে অপেক্ষা করতে চাই যতক্ষণ না আমরা এটি চিনতে পারি, আমরা কখনই তা সম্পন্ন করব না। আমাদের অবশ্যই দৃঢ়ভাবে চিন্তা করতে হবে, যাতে পরবর্তীতে আমরা যা করেছি তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, এর জ্ঞানে পৌঁছাতে পারি। চিন্তার পর্যবেক্ষণের জন্য আমরা নিজেরাই প্রথমে একটি বস্তু তৈরি করি। অন্যান্য সমস্ত বস্তুর উপস্থিতি আমাদের সহায়তা ছাড়াই প্রদান করা হয়।

... কারণ, কারণ ছাড়াই নয় যে হজম হজমের বস্তু হয়ে উঠতে পারে না, তবে চিন্তাভাবনা খুব ভালভাবে চিন্তার বস্তু হয়ে উঠতে পারে।

সুতরাং এটি প্রশ্নাতীত: চিন্তাভাবনা করার ক্ষেত্রে, আমাদের বিশ্বের ঘটনাগুলির এক কোণে ধরে রাখা আছে যেখানে কিছু উদ্ভূত হলে আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে। এবং যে অবিকল বিন্দু. এই কারণেই যে জিনিসগুলি এত রহস্যজনকভাবে আমার বিরোধিতা করে: এটি এই কারণে যে আমি তাদের উদ্ভবের সাথে জড়িত না। আমি কেবল তাদের উপস্থিত খুঁজে পাই; কিন্তু চিন্তা করে, আমি জানি এটা কিভাবে তৈরি হয়। এইভাবে চিন্তার চেয়ে বিশ্ব ঘটনা চিন্তার জন্য প্রস্থানের আর কোন মূল বিন্দু নেই।

... আমি চিন্তাভাবনা করে বিষয়টিকে অন্য কিছুতে পরিণত করি না। ... আমি নিজে যা নিয়ে এসেছি তা পর্যবেক্ষণ করি।

...চিন্তা করার ক্ষেত্রে আমাদের একটি নীতি আছে যা তার নিজের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে শুরুতে, আসুন আমরা বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করি। প্রশ্ন শুধুমাত্র একই মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত কিছু উপলব্ধি করতে পারেন কিনা।

প্রশ্নটি হল শুধুমাত্র একই মাধ্যমে আমরা অতিরিক্ত কিছু উপলব্ধি করতে পারবো কিনা

... অনুমিতভাবে চেতনা ছাড়া কোন চিন্তা নেই। আমাকে এর বিরোধিতা করতে হবে: আমি যদি চিন্তা ও চেতনার মধ্যে যে সম্পর্ক প্রাপ্ত হয় সে সম্পর্কে স্পষ্টতা পেতে চাই, আমাকে এটি সম্পর্কে ভাবতে হবে। এর দ্বারা চিন্তাভাবনা অনুমিত হয়.... অবশ্যই আগে চেতনা না থাকলে চিন্তা করা যায় না। কিন্তু দার্শনিকের কাছে এটা জগৎ সৃষ্টির বিষয় নয়, বরং বোঝার বিষয়।

... আমাদের প্রথমে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে হবে, চিন্তার বিষয় বা চিন্তার বস্তুর সাথে সম্পর্ক ছাড়াই। বিষয় এবং বস্তুর জন্য আমরা ইতিমধ্যে ধারণা আছে যে চিন্তার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। এটা অস্বীকার করা যাবে না: অন্য কিছু কল্পনা করার আগে, চিন্তা জাগতে হবে। যে কেউ এটা অস্বীকার করে যে আমরা মানুষ হিসেবে তা দেখতে ব্যর্থ সৃষ্টির প্রথম সদস্য নয়, বরং এর শেষ বিন্দু।

... চিন্তা করা একটি প্রকৃত ঘটনা, এবং এটি সত্য বা মিথ্যা কিনা তা নিয়ে কথা বলা বিবেকহীন। আমি সন্দেহ করতে পারে যে চিন্তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা।

## ১৯১৮ সালের নতুন সংস্করণের সংযোজন

...শুধুমাত্র চিন্তাভাবনার সক্রিয়তায় "স্ব" নিজেকে জানে, তার কার্যকলাপের শেষ পরিণতি পর্যন্ত, অভিনেতার সাথে এক হতে। ... কেউ এতদূর যেতে পারে যে চিন্তার সত্তার কারণে যা খেলার মধ্যে আনা হয়েছে, এটি পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হয় ইচ্ছাকৃতভাবে এবং মাধ্যমে।

... অপ্রস্তুত পর্যবেক্ষণ এই অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে যে কোন কিছুই চিন্তার একটি অংশ হিসাবে গণনা করা যায় না যা চিন্তার মধ্যে পাওয়া যায় না। আমরা এমন কিছুতে পৌঁছাতে পারি না যা চিন্তাভাবনার রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চিন্তাভাবনা করে।

# *IV*

## উপলব্ধি হিসাবে বিশ্ব

চিন্তার মাধ্যমে কল্পিত বিষয় ও ধারণার জন্ম হয়। ধারণা কী, তা কথায় বলা যাবে না। শব্দ শুধুমাত্র আমাদের সচেতন করতে পারে যে আমাদের ধারণা আছে। ... আমাদের অভিজ্ঞতা যত বেশি প্রসারিত হয়, আমাদের ধারণার যোগফল তত বেশি হয়। ধারণাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে মোটেও দাঁড়ায় না। বরং, তারা একটি বৈধ জীবের মধ্যে একত্রিত হয়।

... ধারণাগুলি ধারণা থেকে গুণগতভাবে আলাদা নয়। তারা বৃহত্তর বিষয়বস্তু সঙ্গে নিছক ধারণা, আরো স্যাচুরেটেড এবং ব্যাপক. এটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত যে এখানে, এই মুহূর্তে, আমি আমার সূচনা বিন্দুকে চিন্তাভাবনা হিসাবে মনোনীত করেছি, ধারণা এবং ধারণা নয়, যা শুধুমাত্র চিন্তার মাধ্যমে জয়ী হয়। এগুলি ইতিমধ্যেই ভাবনাকে অনুমান করে।

... পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ধারণা লাভ করা যায় না। ... ধারণাগুলি পর্যবেক্ষণে যুক্ত করা হয়।

... পর্যবেক্ষণ চিন্তার উদ্রেক করে, এবং এটিই আমাকে সেই পথ দেখায় যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অন্যের সাথে সংযুক্ত করে।

... একটি বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করি, তা আমাদের কাছে প্রদত্ত হিসাবে প্রতীয়মান হয়; আমরা যে পরিমাণে চিন্তা করি, আমরা নিজেদেরকে সক্রিয় বলে মনে করি। আমরা দেখি বস্তুর বিপরীতে কী দাঁড়ায় এবং নিজেদের চিন্তার বস্তু হিসাবে। যেহেতু আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাকে পর্যবেক্ষণের উপর পরিচালিত করি, আমাদের বস্তুর চেতনা আছে; কারণ আমরা আমাদের চিন্তাভাবনাকে নিজের উপর পরিচালিত করি, আমাদের নিজের সম্পর্কে চেতনা বা আত্ম-সচেতনতা রয়েছে।

... তবে এখন এটাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় যে আমরা নিজেদেরকে বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করি এবং শুধুমাত্র চিন্তার সাহায্যে নিজেদেরকে বস্তুর প্রতি বিরোধিতা করি। তাই চিন্তাকে কখনই নিছক বিষয়গত কার্যকলাপ হিসাবে ধরা উচিত নয়। চিন্তা বিষয় ও বস্তুর বাইরে।

... বিষয় চিন্তা করে না কারণ এটি একটি বিষয়; বরং, এটি নিজেকে একটি বিষয় হিসাবে দেখায় কারণ এটি চিন্তা করতে সক্ষম হয়.... আমি কখনই আমার ব্যক্তিগত

বিষয় চিন্তা করতে পারি না; বরং, আমার সাবজেক্টিভিটি চিন্তার অনুগ্রহে অনেক বেশি বেঁচে থাকে। এইভাবে একটি উপাদান হিসাবে চিন্তা করা যা আমার আত্মের বাইরে নিয়ে যায় এবং আমাকে বস্তুর সাথে আবদ্ধ করে।

...তখন পৃথিবী দেখাবে এটি শুধুমাত্র সংবেদনশীল বস্তুর বিশুদ্ধভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন সমষ্টি: রং; টোন; চাপ; উষ্ণতা; স্বাদ এবং গন্ধের সংবেদন; তারপর আনন্দ বা অসন্তুষ্টি অনুভূতি. এই সমষ্টি বিশুদ্ধ, চিন্তাহীন পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু।

... আমরা যদি নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেই যে চিন্তার ক্রিয়াকলাপটি মোটেই বিষয়গত হিসাবে ধরার মতো নয়, তবে আমরা বিশ্বাস করতে প্রলুব্ধ হব না যে চিন্তার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই ধরনের সম্পর্কগুলির নিছক বিষয়গত বৈধতা রয়েছে।

... আমি প্রত্যক্ষ সংবেদনের বস্তু বলবো, যেগুলো আমি উপরে উল্লেখ করেছি, যতটা সচেতন বিষয় পর্যবেক্ষণ, উপলব্ধির মাধ্যমে সেগুলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। সুতরাং এটি পর্যবেক্ষণের প্রক্রিয়া নয়, বরং পর্যবেক্ষণের বস্তু, যা আমি এই নামে মনোনীত করছি।

... ...এছাড়াও আমার অনুভূতি সম্পর্কে আমি জ্ঞান অর্জন করি যে তারা আমার জন্য উপলব্ধি হয়ে ওঠে।

... আমার উপলব্ধির বৃত্তের প্রতিটি বিস্তৃতি আমাকে আমার বিশ্বের চিত্র আরও সংশোধন করতে বাধ্য করে। এটি দৈনন্দিন জীবনে এবং মানুষের চেতনার বৃহত্তর বিবর্তনে উভয়ই নিজেকে দেখায়।

... বিষয়টা আরও কঠিন হয়ে যায় যখন আমি জানতে পারি যে আমাদের উপলব্ধির জগৎ আমাদের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক সংস্থার উপর নির্ভরশীল... আমার পর্যবেক্ষণের বিন্দুতে আমার উপলব্ধিগত চিত্রের নির্ভরতাকে গাণিতিক বলতে চাই, এবং আমার জীব গুণগত।

... এইভাবে আমার উপলব্ধি প্রাথমিকভাবে বিষয়গত হয়।

... আমার উপলব্ধি ব্যতীত, যাইহোক, আমি কোন বস্তুই জানি না এবং কোনটিই জানি না।

এইভাবে আমাদের বিবেচনা উপলব্ধি বস্তু থেকে একই বিষয় উদ্ভূত হয়। আমি কেবল অন্যান্য জিনিসই নয়, নিজেকেও উপলব্ধি করি।

... শুধুমাত্র আমার নিজেকে উপলব্ধি করে এবং লক্ষ্য করে যে প্রতিটি উপলব্ধির সাথে এর বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হয় আমি নিজেকে বস্তুর পর্যবেক্ষণকে আমার নিজের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সংযুক্ত করতে এবং প্রতিনিধিত্বের কথা বলতে বাধ্য হতে দেখি।

আমি নিজের মধ্যে যে উপস্থাপনা অনুভব করি, একই অর্থে রঙ, স্বন ইত্যাদি অন্যান্য বস্তুতে। এখন আমি এই পার্থক্য করতে পারি যে আমি এই অন্যান্য বস্তুগুলিকে বাহ্যিক জগৎ বলি, যখন আমি আমার প্রোপ্রিওসেপশনের বিষয়বস্তুকে একটি অভ্যন্তরীণ জগৎ মনোনীত করি। উপস্থাপনা এবং বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক ভুল করা আধুনিক দর্শনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ভুল বোঝাবুঝি নিয়ে এসেছে।

... আমি অনুমিতভাবে টেবিলটি সম্পর্কে কিছুই জানি না, যা আমার পর্যবেক্ষণের বিষয়, তবে কেবলমাত্র সেই পরিবর্তনের সাথে যা অনুমিতভাবে আমার সাথে ঘটে, যখন আমি টেবিলটি উপলব্ধি করি। ... এই দৃষ্টিভঙ্গিটি প্রচলিত কান্তিয়ানের দ্বারা বিরোধিতা করে, যা আমাদের জ্ঞানকে আমাদের প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে না কারণ এটি নিশ্চিত যে এই উপস্থাপনাগুলি ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না, বরং এটি বিশ্বাস করে যে আমরা এত সংগঠিত যে এটি শুধুমাত্র আমাদের নিজের পরিবর্তন থেকে, এবং পরিবর্তনগুলি উপলক্ষ্য জিনিসগুলির পরিবর্তন থেকে নয়।

... মানব চিন্তার ইতিহাসে এমন আরেকটি স্থাপনা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যেটি বৃহত্তর চতুরতার সাথে একত্রিত হয়েছে, এবং আরও ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ... আমি বিশ্বাস করি যে আমি আমার আত্মার সৃষ্টি হিসাবে চিনতে পারি যা নির্বোধ ব্যক্তিরা মহাকাশের বাইরে উপস্থিত বলে মনে করে।

... আমার মতামত ছিল: [বাহ্যিক উপলব্ধি] এর একটি বস্তুনিষ্ঠ অস্তিত্ব ছিল, ঠিক যেমন আমি এটি উপলব্ধি করি। এখন আমি লক্ষ্য করেছি যে এটি আমার প্রতিনিধিত্বের সাথে অদৃশ্য হয়ে যায়, এটি কেবলমাত্র আমার মানসিক অবস্থার একটি পরিবর্তন। তাহলে আমি কি আদৌ আমার আলোচনায় এটি থেকে এগিয়ে যাওয়া ন্যায়সঙ্গত? ... কিন্তু এটি অনুসরণ করে যে আমার ইন্দ্রিয় অঙ্গ এবং তাদের মধ্যে প্রক্রিয়াগুলি নিছক বিষয়গত। ... আমি যদি ধারণার সাথে প্রথম চিন্তার বৃত্তের মধ্য দিয়ে চলে যাই যে এটি সঠিক, এখন দ্বিতীয়বারের জন্য, আমার জ্ঞানের

ক্রিয়াকলাপের সদস্য নিজেকে উপস্থাপনের একটি নেটওয়ার্ক হিসাবে প্রকাশ করে যা একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে না . ... যত তাড়াতাড়ি এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে আমার সংবেদনশীল অঙ্গ এবং তাদের কার্যকলাপ, স্নায়বিক এবং সংবেদনশীল প্রক্রিয়া, উপলব্ধির মাধ্যমেও দেওয়া যেতে পারে, পূর্বোক্ত চিন্তা প্রক্রিয়াটি দেখায় যে এটি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব।

... উল্লিখিত চিন্তাধারা, যা নিজেকে নির্বোধ চেতনার দৃষ্টিকোণ, নিষ্পাপ বাস্তববাদের বিপরীতে সমালোচনামূলক আদর্শবাদ বলে অভিহিত করে, একটি উপলব্ধিকে উপস্থাপনা হিসাবে চিহ্নিত করতে ভুল করে, যখন অন্যটিকে অনুমিতভাবে খন্ডন করা সরল বাস্তববাদের অর্থে সঠিকভাবে গ্রহণ করে।

...যে মুহুর্তে আমরা সচেতন হয়ে উঠি যে নিজের জীবের উপলব্ধি ঠিক একই রকম যা নির্বোধ বাস্তববাদ দ্বারা অনুমান করা হয় বস্তুনিষ্ঠভাবে বিদ্যমান, আমরা আর আগেরটিকে একটি নিরাপদ ভিত্তি হিসাবে নিতে পারি না। ... তথাকথিত সমালোচনামূলক আদর্শবাদকে নির্বোধ বাস্তববাদ থেকে ধার না নিয়ে আর প্রমাণ করা যায় না।

... সমালোচনামূলক আদর্শবাদ উপলব্ধি এবং প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সম্পর্কের একটি দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপ্রস্তুত।

# *V*

# বিশ্বকে জানা

... সমালোচনামূলক আদর্শবাদের সত্যতা এক জিনিস, এর প্রমাণের দ্বি-শক্তি প্ররোচিত করার আরেকটি সম্পূর্ণরূপে এটি পূর্বের সাথে দাঁড়িয়ে আমাদের আলোচনায় নিজেকে দেখাবে। F-এর প্ররোচিত করার ক্ষমতা কিন্তু কার্যকরভাবে শূন্য। যখন কেউ দ্বিতীয় গল্পের ফ্রেমিংয়ে একটি বাড়ি কেনে, প্রথমটি ধসে দ্বিতীয় গল্পটি এটির সাথে ধসে পড়ে। নির্বোধ বাস্তববাদ এবং সিআর আদর্শবাদ সেকো গল্পের গ্রাউন্ড ফ্লোর হিসাবে সম্পর্কিত।

...[সমালোচনামূলক আদর্শবাদী] প্রশ্ন করেন: পরোক্ষভাবে কতটা জানতে পারি [আমাদের চেতনার বাইরে যে জিনিসগুলি আমাদের সাথে সম্পর্কহীন], সেগুলি আমাদের কাছে অবিলম্বে অজানা থেকে যায়? যে ব্যক্তি এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে সে তার সচেতন উপলব্ধির অভ্যন্তরীণ সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করে না, বরং তাদের কারণগুলি সম্পর্কে যা আর সচেতন নয়, যখন তার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে উপলব্ধিগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। জিনিস এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আমাদের চেতনা একটি আয়নার মতো কাজ করে, যার নির্দিষ্ট জিনিসগুলির প্রতিচ্ছবি অদৃশ্য হয়ে যায় যখন মিরর পৃষ্ঠটি আর তার দিকে না ফেরায়। যে কেউ নিজেরাই জিনিসগুলি জানে না, বরং কেবল তাদের আয়না চিত্রগুলিই জানে, তাকে অবশ্যই পরবর্তীদের আচরণ থেকে পূর্বের প্রকৃতি সম্পর্কে পরোক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

... এমন কিছু আছে যা বাস্তবে নিছক উপলব্ধিতে দাঁড়ায় যেমন জাগ্রত অবস্থায় অভিজ্ঞতা স্বপ্ন দেখায়। যে কিছু ভাবছে।

... প্রথম ধাপ ... শুধুমাত্র এই প্রশ্নে বিদ্যমান থাকতে পারে: চিন্তাভাবনা উপলব্ধির সাথে কীভাবে দাঁড়ায়? ... উপলব্ধি এবং এটি সম্পর্কে প্রতিটি ধরনের বিবৃতির মধ্যে, চিন্তা নিজেকে ইন্টারপোজ করে।

যে কারণে চিন্তাভাবনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়গুলি বিবেচনায় উপেক্ষা করা হয় তা হল যে আমরা আমাদের মনোযোগ শুধুমাত্র সেই বস্তুর দিকেই পরিচালিত করি

যার সম্পর্কে আমরা চিন্তা করছি, কিন্তু একই সাথে নিজেকে চিন্তা করার জন্য নয়। ... যারা এইভাবে চিন্তা করেন তাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা উচিত: কোন অধিকারে আপনি না ভেবেই পৃথিবীকে শেষ ঘোষণা করেন? জগৎ কি উদ্ভিদে পুষ্পের মতোই প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মানুষের মাথায় চিন্তাভাবনা নিয়ে আসে না?

যোগফল ধরে রাখা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারী যে আমরা একটি সম্পূর্ণতা হতে নিছক উপলব্ধির মাধ্যমে অনুভব করি, একটি সম্পূর্ণ, কিন্তু একটি চিন্তা দ্বারা ফলিত হয় সুপার-অ্যাডেড কিছু হিসাবে বিবেচনা করা, হাতের বিষয়টির সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই।

... এটি বস্তুর কারণে নয় যে তারা প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট ধারণা ছাড়াই আমাদের দেওয়া হয়, বরং আমাদের জীবের কারণে। আমাদের মোট সত্তা এমনভাবে কাজ করে যে, প্রতিটি বাস্তব বস্তুর ক্ষেত্রে, উপাদানগুলি এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক থেকে প্রবাহিত হয়: উপলব্ধি এবং চিন্তার দিক থেকে।

আমি কিভাবে তাদের আঁকড়ে সংগঠিত হই তা জিনিসের প্রকৃতির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। উপলব্ধি এবং চিন্তার মধ্যে বিভাজন সেই মুহূর্তে উপস্থিত হয় আমি যখন চিন্তা করছি, প্রথমে জিনিসের মুখোমুখি হই।

... মানুষ সীমিত প্রাণী....তাদের অস্তিত্ব স্থান ও কালের অন্তর্গত। অতএব, সমগ্র মহাবিশ্বের একটি সীমিত অংশ তাদের দেওয়া হয়েছে... যদি আমাদের অস্তিত্ব এমন জিনিসগুলির সাথে আবদ্ধ থাকত যে বিশ্বজনীন ঘটনার প্রতিটি অংশ একই সময়ে আমাদের জন্য ঘটছে, তবে এর মধ্যে পার্থক্য থাকত না। আমাদের এবং জিনিসের।... মহাজাগতিক একটি ঐক্য হবে এবং একটি সত্তা নিজের উপর বন্ধ হয়ে যাবে.... আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের কাছে একটি সিঙ্গুলারিটি হিসাবে কিছু আবির্ভূত হয়, যা আসলে একটি সিঙ্গুলারিটি নয়.... এই বিচ্ছেদ একটি বিষয়গত কাজ, শর্তযুক্ত পরিস্থিতি যে আমরা বিশ্ব প্রক্রিয়ার সাথে অভিন্ন নই, বরং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে একটি সত্তা।

... আমি যেমন সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটের মধ্যে বাহ্যিক জগত থেকে একটি একক উপলব্ধি মূর্ত করি, তেমনি আমি চিন্তার মাধ্যমে মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজের সম্পর্কে যে উপলব্ধিগুলি তৈরি করি তাও মূর্ত করি। আমার

প্রোপ্রায়োসেপশন আমাকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে; কিন্তু এই সীমার সাথে আমার চিন্তার কোন সম্পর্ক নেই। ... আমাদের চিন্তাভাবনা আমাদের সংবেদন এবং অনুভূতির মতো ব্যক্তিগত নয়। এটা সার্বজনীন।

... এই কুসংস্কার দূর করা দার্শনিক চিন্তার একটি মৌলিক দাবি। একটি ত্রিভুজের একীভূত ধারণাটি বহুজন হয়ে ওঠে না যখন এটি অনেক লোকের দ্বারা চিন্তা করা হয়। অনেকের চিন্তা নিজেরাই একতা।

... আমরা দেখতে পাই যে আমাদের মধ্যে একটি সর্বজনীন শক্তির সৃষ্টি হয়েছে, এমন একটি শক্তি যা সর্বজনীন, কিন্তু আমরা এটিকে বিশ্বের কেন্দ্র থেকে প্রবাহিত করার সময় জানতে পারি না, বরং পরিধির একটি বিন্দুতে জানতে পারি। যদি পূর্বের ঘটনাটি হয়, তবে আমরা মুহূর্তেই জানতে পারতাম যে আমরা মহাবিশ্বের পুরো ধাঁধা সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।

... ভারসাম্য, দুটি উপাদানের মিলন, অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক, জ্ঞান দ্বারা বিতরণ করা উচিত।

উপলব্ধি তাই সম্পূর্ণ কিছুই নয়, বন্ধ, বরং সম্পূর্ণ বাস্তবতার এক দিক। অন্য দিক হল ধারণা। জ্ঞানের কাজ হল উপলব্ধি এবং ধারণার সংশ্লেষণ। শুধুমাত্র উপলব্ধি এবং ধারণা একটি জিনিসের সম্পূর্ণতা তৈরি করে।

পূর্ববর্তী যুক্তিগুলি প্রমাণ দেয় যে আদর্শ বিষয়বস্তু, যা চিন্তাভাবনা আমাদের প্রদান করে, তা ছাড়া বিশ্বের স্বতন্ত্র প্রাণীদের মধ্যে সাধারণ কিছু সন্ধান করা অর্থহীন।

... স্বতন্ত্র ঘটনাগুলি তাদের নিজস্ব অর্থে এবং বিশ্বের অবশিষ্ট অংশগুলির জন্য এগিয়ে যায় যখন চিন্তাভাবনা তার থ্রেডগুলি সত্তা থেকে সত্তায় আঁকে। চিন্তার এই কার্যকলাপ বিষয়বস্তু ভরা হয়।

... উপলব্ধির চিন্তা এই বিষয়বস্তুকে ধারণা ও ধারণার জগত থেকে মানুষের দিকে নিয়ে যায়। অনুধাবনমূলক বিষয়বস্তুর বিপরীতে, যা আমাদের বাইরে থেকে দেওয়া হয়, ধারণাগত বিষয়বস্তু ভিতরে উপস্থিত হয়। আসুন আমরা সেই ফর্মটিকে বলি যেখানে এটি প্রাথমিকভাবে অন্তর্দৃষ্টি দেখায়। অন্তর্দৃষ্টি চিন্তা করার জন্য, পর্যবেক্ষণ কি উপলব্ধি জন্য। অন্তর্দৃষ্টি এবং পর্যবেক্ষণ আমাদের জ্ঞানের উৎস। আমরা বিশ্বের

একটি পর্যবেক্ষণ জিনিসের বিরোধিতা করি যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অন্তর্দৃষ্টি নেই, যা উপলব্ধিতে বাস্তবতার অনুপস্থিত অংশ যোগ করে।

... কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করা, বোধগম্য করা মানে আমাদের জীবের পূর্বোক্ত বিন্যাসের কারণে এটিকে যে প্রেক্ষাপটে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে সেই প্রসঙ্গে স্থাপন করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ... পর্যবেক্ষণের বিবরণ হিসাবে যা আমাদের মুখোমুখি হয়, তা টুকরো টুকরো আমাদের অন্তর্দৃষ্টিগুলির আন্তঃসংযুক্ত, একীভূত জগতের মধ্যে আবদ্ধ হয়; এবং চিন্তার মাধ্যমে, আমরা উপলব্ধির মাধ্যমে আলাদা হয়ে যাওয়া সবকিছুকে আবার একত্রিত করি।

একটি বস্তু সম্পর্কে যা রহস্যময় তা হল এর পৃথকতা। যাইহোক, এটি আমাদের দ্বারা বলা হয়েছে, এবং আবারও সাবলেট করা যেতে পারে।

... আমরা বলতে পারি না যে এমন কিছুর অস্তিত্ব আছে (যা অবিলম্বে অনুভূত হয়েছে তা ছাড়া) যা উপলব্ধির মধ্যে আদর্শ সংযোগের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছে (অর্থাৎ, যা চিন্তার দ্বারা প্রকাশিত হয়)। উপলব্ধির বস্তু এবং উপলব্ধির বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক যা কেবলমাত্র অনুভূতকে ছাড়িয়ে যায় তাই নিছক একটি আদর্শ, অর্থাৎ শুধুমাত্র ধারণার মাধ্যমে প্রকাশযোগ্য। ... উপলব্ধির মধ্যে চিন্তার সম্পর্ক ব্যতীত কিছু খোঁজার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

... এই প্রদত্ত সম্পর্কের জন্য, আমরা কেবল উপলব্ধি ছাড়া এটি কী তা জিজ্ঞাসা করতে পারি, যেমন: চিন্তাভাবনার জন্য। এইভাবে একটি উপলব্ধির "কি" সম্পর্কিত প্রশ্ন শুধুমাত্র ধারণাগত অন্তর্দৃষ্টিকে নির্দেশ করতে পারে যা এটির সাথে মিলে যায়। ... উপস্থাপনা এইভাবে একটি বিষয়গত উপলব্ধি, উপলব্ধির দিগন্তের মধ্যে একটি বস্তুর উপস্থিতিতে বস্তুনিষ্ঠ উপলব্ধির বিপরীতে। বস্তুনিষ্ঠ উপলব্ধির সাথে সেই বিষয়কে সঙ্গতিপূর্ণ করা আদর্শবাদের ভুল বোঝাবুঝির দিকে পরিচালিত করে: বিশ্ব আমার প্রতিনিধিত্ব।

...আমরা যদি জানতাম যে পৃথিবী থেকে আমাদের কী লাভ করতে হবে, তবে সেই অনুযায়ী নিজেদেরকে অভিমুখী করা একটি সহজ জিনিস হত। আমরা তখনই পূর্ণ শক্তির সাথে সক্রিয় হতে পারি যখন আমরা জানি যে বিশ্বের অন্তর্গত বস্তুটি আমরা আমাদের কার্যকলাপকে উৎসর্গ করি।

## ১৯১৮ সালের নতুন সংস্করণের সংযোজন

... আমরা শুধুমাত্র কিছু লক্ষ্য করার মাধ্যমে এই অবস্থানের রেফারেন্স সহ সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করে যে বিভ্রান্তিতে পৌঁছাতে পারি তা এড়াতে পারি। আমরা নিজের ভিতরে এবং বাইরের জগতে যা উপলব্ধি করতে পারি তার মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা ঘটনা এবং পর্যবেক্ষকের মধ্যে নিজেকে সন্নিবেশিত করে উপস্থাপনের ভাগ্য থেকে সম্পূর্ণভাবে পালাতে সক্ষম। আর সেই জিনিসটা ভাবছে। চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে, কেউ বাস্তবতার দিকে সরল অবস্থান গ্রহণ করতে পারে।

# *VI*

## মানব ব্যক্তিত্ব

... আমার অঙ্গ এবং আমার বাইরের বস্তুর মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকা উচিত, বস্তুর কিছু অংশ আমার মধ্যে স্লিপ করে বা আমার আত্মার উপর ছাপ ফেলে, মোমের সিগনেটের আংটির মতো এটি মোটেই প্রয়োজনীয় নয়। ... আমার ত্বকের মধ্যে যে শক্তিগুলি কাজ করছে তা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা শক্তিগুলির মতোই। এইভাবে আমি আসলে সেই জিনিস; যদিও আমি উপলব্ধির বিষয় হিসাবে নই, বরং আমি সর্বজনীন বিশ্ব প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসাবে। গাছের উপলব্ধি একই সমগ্রের মধ্যে আমার আত্মের সাথে একসাথে রয়েছে।

... কোন যুক্তি দিয়ে আমরা বলতে পারি যে উপলব্ধির অঙ্গ ছাড়া, পুরো প্রক্রিয়াটি উপস্থিত হবে না? যে কেউ এমন পরিস্থিতি থেকে আঁকেন যে একটি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া আলোকে আলোকিত করে এই উপসংহারে: আমরা যাকে আলো হিসাবে অনুভব করি তা আমাদের জীবের বাইরে যান্ত্রিক আন্দোলনের একটি প্রক্রিয়া - ভুলে যাচ্ছে যে সে কেবল একটি উপলব্ধি থেকে অন্য উপলব্ধিতে চলে যাচ্ছে, এবং তা নয়। উপলব্ধির বাইরের কিছু থেকে এগোনো।

... যে মুহূর্তে আমার পর্যবেক্ষণের দিগন্তে একটি উপলব্ধি উত্থিত হয়, আমার জন্যও চিন্তাভাবনা জাগে। আমার চিন্তাধারার মধ্যে একজন সদস্য, একটি নির্দিষ্ট অন্তর্দৃষ্টি, একটি ধারণা উপলব্ধির সাথে একত্রিত হয়। ... একটি উপস্থাপনা একটি নির্দিষ্ট উপলব্ধি উল্লেখ করা একটি অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া কিছুই নয়, একটি ধারণা যা একবার একটি উপলব্ধির সাথে সংযুক্ত ছিল, এবং যা উপলব্ধির উল্লেখ থাকে।

... এইভাবে একটি উপস্থাপনা একটি স্বতন্ত্র ধারণা। ... যদি আমরা একই জিনিসটি দ্বিতীয়বার সম্মুখীন হই, তবে আমরা আমাদের ধারণাগত সিস্টেমে কেবল একটি অনুরূপ ধারণাই খুঁজে পাই না, বরং একই বস্তুর বিশেষ উল্লেখ সহ ব্যক্তিভিত্তিক ধারণাটি খুঁজে পাই এবং আমরা আবার বস্তুটিকে চিনতে পারি।

উপস্থাপনা এইভাবে উপলব্ধি এবং ধারণার মধ্যে দাঁড়িয়েছে। এটি নির্দিষ্ট ধারণা যা উপলব্ধির দিকে নির্দেশ করে।

এই বিষয়গুলির সমষ্টি যা সম্পর্কে আমি ধারণা তৈরি করতে পারি তাকে আমি আমার অভিজ্ঞতা বলতে পারি। যার বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা রয়েছে, তার অভিজ্ঞতা আরও সমৃদ্ধ হবে।

... বাস্তবতা উপলব্ধি এবং ধারণা হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করে; এই বাস্তবতার বিষয়গত উপস্থাপনা নিজেকে উপস্থাপনা হিসাবে উপস্থাপন করে।

... চিন্তা হচ্ছে সেই উপাদান যার মাধ্যমে আমরা মহাজাগতিক সার্বজনীন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করি; অনুভূতি হচ্ছে সেই অনুভূতি যার মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজস্ব সত্তার সীমানায় পিছিয়ে যেতে পারি।

আমাদের চিন্তা আমাদের বিশ্বের সাথে এক করে; আমাদের অনুভূতি আমাদের নিজেদের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যায়, এবং আমাদেরকে ব্যক্তিতে পরিণত করে।

... একজন সত্যিকারের ব্যক্তি হবে সেই ব্যক্তি যে যে আদর্শের অঞ্চলে তার অনুভূতি নিয়ে সর্বোচ্চে পৌঁছায়।

... প্রতিনিধিত্ব ইতিমধ্যে আমাদের ধারণাগত জীবন একটি পৃথক স্ট্যাম্প দেয়।

... চিন্তার সম্পূর্ণ শূন্য অনুভূতি একটি জীবন ধীরে ধীরে পৃথিবীর সাথে সমস্ত যোগাযোগ হারাতে হবে। জিনিসের জ্ঞান সম্পূর্ণতার দিকে নিয়োজিত ব্যক্তির অনুভূতির জীবনের বিকাশ এবং বিবর্তনের সাথে হাত মিলিয়ে যাবে।

অনুভূতি হল একটি উপায় যেখানে ধারণাগুলি প্রথমে লাভ করে কংক্রিট জীবন।

## *VII*

## জ্ঞানের সীমা আছে?

আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি যে বাস্তবতার ব্যাখ্যার উপাদান দুটি ক্ষেত্র থেকে নেওয়া হয়: উপলব্ধি থেকে এবং চিন্তাভাবনা থেকে। যেমনটি আমরা দেখেছি, আমাদের সংস্থা এই শর্ত আরোপ করে যে আমাদের সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ বাস্তবতা, আমাদের নিজস্ব বিষয় সহ, প্রথমে একটি দ্বৈততা হিসাবে উপস্থিত হয়। জ্ঞান বাস্তবতার দুটি উপাদান থেকে পুরো জিনিসটিকে একত্রিত করে এই দ্বৈততাকে অতিক্রম করে: উপলব্ধি এবং ধারণাটি যা বিশদ করা হয়েছে। ... এই মৌলিক নীতি থেকে এগিয়ে আসা একটি দর্শনকে একটি অদ্বৈতবাদী দর্শন বা অদ্বৈতবাদ বলা যেতে পারে।

... দ্বৈতবাদ আমরা যাকে জ্ঞান বলি তার একটি মিথ্যা ধারণার উপর নির্ভর করে। এটি সমগ্র অস্তিত্বকে দুটি রাজ্যে বিভক্ত করে, যার প্রত্যেকটির নিজস্ব আইন রয়েছে এবং এই রাজ্যগুলির প্রতিটিকে অন্যটির বাহ্যিক বিরোধিতায় দাঁড়ানোর অনুমতি দেয়।

এই ধরনের একটি দ্বৈতবাদের উদ্ভব হয়েছিল কান্টের উপলব্ধির বস্তু এবং "নিজে-ই জিনিস" এর মধ্যে পার্থক্যের মাধ্যমে। কান্ট এই পার্থক্যটি প্রবর্তন করেছিলেন, এবং এটি এখনও একাডেমিক বক্তৃতা থেকে সরানো হয়নি। ... তবে আমরা যদি সমস্ত উপলব্ধির যোগফল বিবেচনা করি একটি অংশ হিসাবে, এবং তারপরে "নিজেদের মধ্যে জিনিস" এর এক সেকেন্ডের বিপরীতে, আমরা নীলের মধ্যে দার্শনিক করছি। তারপর আমাদের ধারণা একটি নিছক খেলা সঙ্গে করতে হবে।

... প্রতিটি ধরণের সত্তা, যা উপলব্ধি এবং ধারণার সীমার বাইরে রয়েছে, তাকে অযৌক্তিক ধারণার গোলকের মধ্যে নিযুক্ত করতে হবে। এই শ্রেণীর অন্তর্গত "জিনিস-ইন-সেল্ফ"।... উপলব্ধির সমৃদ্ধ জগতের বাইরে অবস্থান এবং আন্দোলনকে আলাদা করা হয়। তখন এই ধরনের চিন্তাবিদরা বিভ্রান্ত হন যে তারা এই স্ব-নির্মিত নীতি থেকে ধার করা এই স্ব-নির্মিত নীতির বাইরে কংক্রিট জীবন বিকাশ করতে পারে না। উপলব্ধির জগত।

...   প্রতিটি ক্ষেত্রে, দ্বৈতবাদীরা নিজেদেরকে আমাদের জানার ক্ষমতায় অপ্রতিরোধ্য বাধা স্থাপন করতে বাধ্য বলে মনে করে। মনবাদীরা জানেন যে তাদের প্রদত্ত একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের যা কিছু প্রয়োজন তা অবশ্যই পরবর্তীতে থাকা উচিত। যা আমাদেরকে ব্যাখ্যা পেতে বাধা দেয় তা কেবল দুর্ঘটনাজনিত সাময়িক বা স্থানিক সীমাবদ্ধতা বা আমাদের সংস্থার ঘাটতি হতে পারে। এবং সাধারণভাবে মানব সংস্থার ঘাটতিগুলি নয়, বরং আমাদের নিজস্ব, স্বতন্ত্র।

এটি জ্ঞানের ধারণা থেকে অনুসরণ করে কারণ আমরা এটি নির্ধারণ করেছি যে আমরা জ্ঞানের সীমার কথা বলতে পারি না। জ্ঞান সমগ্র বিশ্বের একটি ফাংশন নয়, বরং একটি ব্যবসা যা আমরা মানুষের নিজেদের সঙ্গে শর্ত আসতে হবে. ... কেবলমাত্র যখন আমাদের আত্মা বাস্তবতার উভয় উপাদানকে একত্রে আবদ্ধ করে, যা জগতে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রে আবদ্ধ, নিজের জন্যও, তখনই জ্ঞানের তৃপ্তি আসে। আত্ম আবার বাস্তবে এসেছে।

জ্ঞানের জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়াগুলি এইভাবে এবং নিজের জন্য।

....   একটি সত্তা যাকে আলাদাভাবে একত্রিত করা হয়েছিল তার আলাদাভাবে কাঠামোগত জ্ঞান থাকবে। আমাদের সংবিধানই আমাদের নিজেদের সত্তার প্রশ্নের উত্তর দিতে যথেষ্ট।

...   আধিভৌতিক বাস্তববাদীরা বর্তমানে তাদের জিনিসের মধ্যে যে ফর্মটি দেয় তা হল একটি ইন্ডাকটিভ ইনফারেন্স দ্বারা অর্জিত। আধিভৌতিক বাস্তববাদী জ্ঞানের প্রক্রিয়ার বিবেচনায় নিশ্চিত হন যে বিশ্বের একটি বস্তুনিষ্ঠ-বাস্তব সংযোগের পাশাপাশি একটি "বিষয়ভিত্তিক" সংযোগ রয়েছে, যা উপলব্ধি এবং ধারণার মাধ্যমে পরিচিত।

## ১৯১৮ সালের নতুন সংস্করণের সংযোজন

... চিন্তার সত্তার অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ ধারণার জগতের সক্রিয় বিস্তৃতি, ইন্দ্রিয়ের কাছে উপলব্ধিযোগ্য কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু। মানুষের যে ইন্দ্রিয় থাকতে পারে তা কোন ব্যাপার না: আমরা যদি চিন্তার মাধ্যমে ধারণার মাধ্যমে আমাদের মধ্যস্থিত উপলব্ধিকে পরিব্যাপ্ত না করি তবে কেউই আমাদের বাস্তবতা দিতে পারে না ... আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে প্রতিটি উপলব্ধিমূলক চিত্র উপলব্ধিকারী সত্তার সংগঠন থেকে তার রূপ গ্রহণ করে। , কিন্তু যে উপলব্ধিমূলক চিত্রটি অভিজ্ঞ, চিন্তাভাবনা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে তা আমাদের মানুষ হিসাবে বাস্তবে নিয়ে যায়।... -এই অন্তর্দৃষ্টি অন্যের সাথে বিবাহিত: যে চিন্তা বাস্তবতার সেই অংশে নিয়ে যায় যা উপলব্ধি দ্বারাই লুকিয়ে থাকে। প্রথম জিনিসটি আমাদের মনে রাখা উচিত যে পদার্থবিজ্ঞানের দ্বারা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা সমস্ত কিছু, যে পরিমাণে এটি অযৌক্তিক অনুমানের প্রতিনিধিত্ব করে না, যা বাদ দেওয়া উচিত, উপলব্ধি এবং ধারণা দ্বারা জয়ী হয়। ... জ্ঞানের গভীরতা নির্ভর করে অন্তর্দৃষ্টি শক্তির উপর যা চিন্তার মধ্যে নিজেদের বেঁচে থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইমেজ সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই ডেলভিং নিচে উদ্দীপনা পেতে পারে, এবং এই ভাবে পরোক্ষভাবে প্রচার করা যেতে পারে., এবং এইভাবে পরোক্ষভাবে প্রচার করা যেতে পারে। আমরা পূর্ববর্তী যুক্তি থেকে দেখতে পাচ্ছি, তবে এখনও যা এসেছে তা থেকে আরও বেশি যে, এখানে যা কিছু কাছে আসছে এবং আধ্যাত্মিক রূপকে উপলব্ধি হিসাবে ধরতে হবে, আগে একটি সক্রিয়ভাবে বিশদ ধারণা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। একটি মানসিক বা সর্পিল সারের উপলব্ধি উপভোগ করার জন্য স্বাভাবিক ধরণের ইন্দ্রিয় থাকা আবশ্যক নয়।